ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ

PART-I

CC-12(SEM-5)

Presented by
Chandrani Ray
SACT
Jhargram Raj College

INTRODUCTION

1765 খ্রীঃ দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজরা একাধারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করে। ক্রমে নিজেদের অর্থভাণ্ডার পুষ্ট করার অভিপ্রায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর(1793) দ্বারা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। কৃষি ক্ষেত্রে একাধিক রেগুলেশন জারি, পত্তনি প্রথার উদ্ভব ও মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর অর্থাৎ তালুকদার, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি নানা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শোষণে জর্জরিত হয় বাংলার কৃষক সমাজ। ফলে কোম্পানির শাসন ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক সমাজ দৃষ্টান্তমূলক আন্দোলনের সূচনা করে।এই আন্দোলনগুলি প্রথমদিকে ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত ভাবে শুরু হয়।

কাল ক্রমে তা নানা অংশের কৃষক অভ্যুত্থানের মধ্যে সংগঠিত রূপে লক্ষ্য করা যায় মূলত কৃষকদের ক্ষোভ এসবের ভিত্তি হলেও বিদ্রোহের কোনো না কোনো পর্যায়ে ধর্মের বিশেষ ভূমিকা দেখা দেয়।

ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহ:

- সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ
- চূয়াড় বিদ্রোহ
- সন্দীপের কৃষক বিদ্রোহ
- রংপুর কৃষক বিদ্রোহ
- পাগলপন্থী আন্দোলন
- ওয়াহাবি আন্দোলন
- ফরাজী আন্দোলন
- সাঁওতাল বিদ্রোহ

সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ (1763-1800):

- এটি ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রথম কৃষক বিদ্রোহ।
- মোগল আমল থেকে সন্ন্যাসী ও ফকিররা উত্তর ভারতের নানা এলাকা থেকে তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাংলা ও বিহারে আসত এবং স্থানীয় জমিদারদের আনুকূল্য লাভ করত। ক্রমে তারা এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে ও কৃষির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।তারা নিয়মিত ধর্মচর্চা করত ও ধর্মীয় পোশাক পরে দলবদ্ধভাবে তীর্থভ্রমণে যেত।

কারণ:

- জমিদার ও কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত ভূমি রাজস্ব আদায় করার কারণে সন্ন্যাসী ও ফকির দের প্রাপ্য অনুদান কমে যায়।

- বাংলায় প্রবেশ ও বসবাসের ক্ষেত্রে তাদের বাধা দেওয়া হয়।
- ইংরেজরা সন্ন্যাসী ফকিরদের তীর্থযাত্রায় কর আরোপ ও ধর্মাচরণে বাধা দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
- ইজারাদার পত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় ও শোষণ তাদের বিদ্রোহী করে তোলে।
- এমনকি ফকিরদের নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কোম্পানি তাদের দরগায় যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।
- বাণিজ্যে যুক্ত কোম্পানির কিছু কর্মচারী এই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বলপূর্বক রেশমজাত দ্রব্য কেড়ে নিতে শুরু করে।
- এমতাবস্থায় 1771 খ্রীঃ 150 জন ফকির কে হত্যা করা হলে সন্ন্যাসী ফকিরা সশস্ত্র আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়।

নেতৃত্ব:

- এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, চেরাগ আলী, মজনু শাহ, মুসা শাহ,কৃপা নাথ প্রমুখ।
- এই বিদ্রোহে বহু সাধারণ কৃষক ও অংশ নেয়।

বিদ্রোহের বলয়/ক্ষেত্র:

- 1763 খ্রীঃ ঢাকায় প্রথম এই বিদ্রোহ শুরু হয়। পরে বাংলাদেশের নাটোর,রংপুর, বগুড়া, মালদহ, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংঘাতে অংশত সাফল্য পায়।

তথ্যসূত্র:

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের এই বিদ্রোহের উল্লেখ আছে।

তাৎপর্য:

- সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন নেতা নেতৃত্ব দেন।
- বিদ্রোহীরা প্রথম দিকে ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইংরেজদের ব্যবহার্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে তারা পরাজিত হলে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।
- বিদ্রোহটির জনপ্রিয়তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে।1770 খ্রীঃ মন্বন্তরের পরবর্তীকালে সংঘটিত সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ কে দস্যুবৃত্তির সাথে তুলনা করা হয়।

সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলা তথা ভারতে সংঘটিত প্রথম কৃষক বিদ্রোহ।এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালের কৃষক বিদ্রোহ গুলিকে পথ দেখিয়েছিল।